ভোরের কাগজ

38

তারিখ 07 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

হরতাল এবং আমাদের পরীক্ষা

সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় প্রত্যেক দেশের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রয়োজন। শুধু আমাদের দেশে নয়, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে তাই চলে আসছে আর আসবেও। বিরোধী দলের কাজ হলো— সরকারের স্বৈরাচারী আচরণে বাধা সৃষ্টি করে দেশ পরিচালনায় সরকারকে তৎপর রাখা।

হতে পারে সেটা আন্দোলন, হরতাল কিংবা ধর্মঘটের মাধ্যমে। উপরোক্ত বর্ণানুযায়ী অথবা অন্য যেকোনো কারণেই বর্তমানে যে হরতাল শুরু হয়েছে আমাদের দেশে, ঠিক আমাদের পরীক্ষার নিত্যসঙ্গী করে। আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ১৯৯৫ সালের মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থী। আমাদের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল ১৮ জুলাই থেকে— বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য স্থগিত রেখে ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হয়। এবং সেই অনুযায়ী পরীক্ষা শুরু হয় ২৫ সেপ্টেম্বর। প্রথমপত্র দেওয়ার পর বন্যার কারণে একে একে সবকটি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে আবার ১৪ অক্টোবর থেকে পরীক্ষার তারিখ দেওয়া হলো। আবারো যথারীতি ১৪ তারিখ দ্বিতীয়পত্র হলো কিন্তু যে দিন তৃতীয়পত্র পরীক্ষা দেবো অর্থাৎ ১৮ অক্টোবর ঠিক তার পূর্বের দিন শুনি ১৮ তারিখ হরতাল, পরীক্ষা হবে না। ঠিক একইভাবে ২২ অক্টোবর চতুর্থপত্র ছিল পূর্বের দিন শুনি ২২ তাঃ হরতাল, পরীক্ষা হবে না। এটা হলো তৃতীয় দফা। তারপর আবার ১০ ও ১৮ নভেম্বর তৃতীয় ও চতুর্থপত্রের তারিখ ঘোষণা করা হলো— কিন্তু আবারো সেই হরতাল। ৮ তারিখ বিকালে খবর পাওয়া গেলো ১০ নভেম্বরের তৃতীয়পত্র হবে না। আমাদের এ অভিযোগ কার কাছে বলবো।

হরতাল আহ্বানকারী সংগঠনগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণে বলছি— আপনাদের রাজনীতি বা হরতাল আমাদের স্বার্থে। দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের স্বার্থেতো? কাজেই হরতালের তারিখ ঘোষণার পূর্বে অন্তত এদিকটি একটু বিবেচনা করা উচিত নয় কি?

এ কে আজাদ সোহেল
ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার- ৩১১৬, সিলেট।